ডাঃ রমেশ ক্লিনিকে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকদের ভাঙচুর

অস্ত্রোপচারের প্রায় দুই মাস পার হওয়ার পরও রোগী সুস্থ না হওয়াতে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ এনে রমেশ ক্লিনিকে ভাঙচুর চালিয়েছে হরিজন সম্প্রদায়ের কয়েকজন। ক্লিনিকে হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে প্রায় দুই মাস আগে মেহেরপুর শহরের হালদারপাড়া নিবাসী এবং জেলা জজ আদালতে সুইপার পদে কর্মরত বিনোদের স্ত্রী জোসনা মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ায় ডাঃ রমেশ ক্লিনিকে পিত্তথলিতে অস্ত্রপচার করান। অস্ত্রপচার করেন ডাঃ মোস্তফা জাহিদ কামাল। ক্লিনিক থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি যাওয়ার কয়েকদিন পর জোসনার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। রোগীর স্বামী রোগীকে আবার রমেশ ক্লিনিকে নিয়ে আসলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় জোসনার একটি নার্ভ ছিড়ে গেছে।

রোগী অসচ্ছল ও হরিজন সম্প্রদায়ের হওয়াতে এবং জেলা জজ আদালতের কর্মচারীদের অনুরোধে রমেশ ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তার চিকিৎসা দায়িত্ব নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রথমে রাজশাহী ও পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়।

দীর্ঘদিন চিকিৎসা করানোর পরও তার অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়াতে ভুল চিকিৎসার কারণে জোসনার অবস্থার অবনতি হয়েছে এমন অভিযোগ এনে কতিপয় ব্যক্তি বুধবার বিকালে ডাঃ রমেশ ক্লিনিকে ভাঙচুর চালালে, খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর ফাড়ি পুলিশ এবং ডিবি সদস্যরা ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষের সাথে কথা বলে। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ জোসনার আরো উন্নত চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দেয়ার পর বিষয়টির সাময়িক মীমাংসা হয়।

এ বিষয়ে রমেশ ক্লিনিকের ম্যানেজার শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘অপারেশনের পর রোগী বাড়ি চলে যায়। পরে আবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রোগী অসচ্ছল হওয়াতে আমি তার উন্নত চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে। দুই মাস যাবৎ তার চিকিৎসা সকল খরচ আমি দিচ্ছি। এ পর্যন্ত আমার প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তার চিকিৎসার বাবদ। রোগীর স্বামী রোগীর সাথে ঢাকায় আছে। আজকেও আমার সাথে তার কথা হয়েছে, টাকাও

পাঠিয়েছি। কিন্তু হরিজন সম্প্রদায়ের কয়েকজন আজকে আমার ক্লিনিকে যে ভাঙচুর অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে সেটা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত।

মেহেরপুরে গরু বাচাতে যেয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, অতঃপর মৃত্যু

মেহেরপুরের রাজনগর গ্রামে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তরিকুল ইসলাম (৩০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তরিকুল ইসলাম সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের মোল্লাপাড়ার লিয়াকত আলীর ছেলে।

আজ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টায় নিজ বাড়িরতেই লালন পালন করা একটি গরুকে বিদ্যুতায়িত হওয়া থেকে বাঁচাতে যেয়ে তরিকুল নিজেই বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসীরা জানায় তরিকুল বিদ্যুৎ মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতো। বারাদি বাজারে ইলেকট্রিক সামগ্রীর একটি দোকানও রয়েছে তার।

নিজ বাড়ির গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে বিদ্যুতের লাইন টানা ছিলো। সেখানে একটি সিমগাছের লতা তারের সাথে জড়ানো ছিলো। বাড়িতে লালন পালন করা একটি গরু সিমের লতা সহ বিদ্যুতের তার চাবাতে যেয়ে বিদ্যুতায়িত হয়। গরুটিকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তরিকুলও। এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে পিতা-পুত্রসহ আটক-৩

মেহেরপুরে এক মাদক বিরোধী অভিযানে পিতা-পুত্র সহ ৩ জনকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল।

আটককৃতরা হলো মেহেরপুর নতুন পোস্ট অফিস পাড়ার মৃত ইউনুস খাঁর ছেলে জনি খাঁ (৪০) তার ছেলে শিশির (২২) ও গোরস্থান পাড়ার আবু হানিফের ছেলে আমিনুল ইসলাম ওরফে এ্যামি(৪৮)।

আজ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেমের নেতৃত্বে একটি দল মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১৭ গ্রাম হেরোইন এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত ডিসকভার মোটরসাইকেল উদ্ধার ও জব্দ করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে পরিদর্শক আবুল হাশেম বলেন, ‘উদ্ধারকৃত মাদকের বাজার মূল্য প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করে আটককৃতদের মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’

মেহেরপুরে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উঠান বৈঠক

নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনযাত্রার মনোনয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সুবিধাভোগী মহিলাদের সমন্বয়ে মেহেরপুরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“শেখ হাসিনার বারতা নারী-পুরুষ সমতা প্রতিপাদ্যে” বুধবার (৬ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামন পাড়ায় সিডিপি কার্যালয়ে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজিত উঠান বৈঠককে জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নীলা হাফিয়া,সিডিপি
সমন্বয়কারী জন প্রবঞ্জন বিশ্বাস,রজনী মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী রোজিনা খাতুন,পূর্ণভবা মহিলা কল্যাণ সমিতির সাধারন সম্পাদিকা
জান্নাতুল আরা লিনা,নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার সভানেত্রী সুফিয়া আক্তার জামিলা বক্তব্য রাখেন।

ট্রেড প্রশিক্ষক মীর দানীয়েল হোসেনের সঞ্চালনায় এসময় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সমিতির সভানেত্রীবৃন্দ,উপকারভোগী ও প্রশিক্ষনার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে “নারীর জন্য বিনিয়োগ,সহিংসতা প্রতিরোধ” এই প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৩ উপলক্ষে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে ৬৮ হাজারের বেশি শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে- সিভিল সার্জন

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন-২০২৩ এর আওতায় মেহেরপুর জেলায় আগামী ১২ ডিসেম্বর ৬৮ হাজার ৬৫৭ জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

আজ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টায় মেহেরপুর জেলা সিভিল সার্জন এর সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন আহমেদ এ তথ্য জানান। মতবিনিময় সভায় মেহেরপুর জেলায় কর্মরত সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আরও জানানো হয়, সারা দেশের ন্যায় আগামী ১২ ডিসেম্বর মেহেরপুর পৌরসভা ও তিনটি উপজেলাকে ৫৪ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে

মোট ৪৭৫ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৮২৪৭ জন এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৬০ হাজার ৪১০ জন শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেলার সকল ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের একটি করে নীল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল (১ লাখ আইইউ) ও ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল (২ লাখ আইইউ) খাওয়ানো হবে।

সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল শিশুর অপুষ্টি, অন্ধত্ব প্রতিরোধ, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত, হাম ও ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর হার হ্রাসসহ সব ধরনের মৃত্যুর হার হ্রাস করে। তবে ভরা পেটে ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে। কোন অসুস্থ শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না। ইতিমধ্যে ক্যাম্পেইন সফল করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রচার-প্রচারণাসহ সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন উপজেলাগুলোতে স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বেচ্ছাসেবক ও মাঠকর্মী নিয়োজিত থাকবে। ক্যাম্পেইন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হবে।’

এ সময় সিভিল সার্জন ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন নিয়ে অতীতের মত গুজব সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করতে ও উৎসবমুখর পরিবেশে এই কর্মসূচি সফল করতে সহোযোহীতা কামনা করে গণমাধ্যম কর্মীদের অনুরোধ করেন।

সাহিদুজ্জামানের আয় ৪ গুণ, সম্পদ বেড়েছে ৩ গুণ

বিগত ৫ বছরে মেহেরপুর-২ (সংসদীয়-৭৪) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এর আয় ও সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের সাথে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তার অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৫১ লাখ ৬৪ হাজার টাকা, ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেয়া হলকনামার তুলনায়

প্রায় তিনগুণ বেশি। একইসাথে তার বার্ষিক আয় বেড়েছে চারগুণ।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকাতে।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী পাওয়া গেছে তা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামানের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এর মধ্যে কৃষি জমি থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ব্যবসা থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং মৎস্য খাত থেকে ৫ লাখ টাকা।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। আয়ের খাত ছিল কৃষি জমি থেকে ৭০ হাজার টাকা এবং ব্যবসা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামানের বর্তমান অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৫২ লাখ টাকার এবং ২৫ ভরি স্বর্ণ। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নগদ টাকা ২ লাখ, ব্যাংকে জমা ৪২ লাখ, ১টি গাড়ি যার মূল্য ৫ লাখ টাকা, গৃহস্থলির ইলেকট্রনিক্স ও আসবাবপত্র ২ লাখ টাকার।

২০১৮ সালের নির্বাচনী হলফনামায় অস্থাবর সম্পদ ১৭ লাখ ৭০ হাজার টাকার মধ্যে নগদ ছিল ২ লাখ, ব্যাংকে জমা ১৪ লাখ, গৃহস্থলির ইলেকট্রনিক্স ও আসবাবপত্র ১ লাখ ২০ হাজর টাকার এবং ১৫ ভরি স্বর্ণ ৫০ হাজার টাকার।

সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামানের স্থায়ী সম্পদের মধ্যে কৃষি জমির পরিমাণ শতাংশ না একর কোন পরিমাপের প্রকাশ করা হয়েছে সেটা স্পষ্ট করা হয়নি।

২০১৮ সালের নির্বাচনের ফলকনামায় উল্লেখ ছিল তার কৃষি জমি ১০ বিঘা এবং অকৃষি জমি ৫ বিঘা ৫ কাঠা। তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনার স্থাবর সম্পদের ছককৃত ঘরে লেখা আছে ৯.৩৩। তবে স্পস্ট করা হয়নি। যদি এটা একরে হয়ে থাকলে তাহলে জমির পরিমাণও বাড়বে কয়েকগুণ।

আবার সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামানের স্ত্রীর সম্পদও

বেড়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৩৭ লাখ টাকা এবং স্বর্ণ ২৫ ভরি উল্লেখ করা হয়েছে, তবে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে তার অস্থাবর সম্পদ ছিল ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকার। সে হিসেবে এমপি পত্নীর সম্পদ বেড়েছে প্রায় চার গুণ।

তাঁর স্ত্রীর নামে জমির পরিমাণও বেড়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে জমির পরিমাণ ছিল ৭ কাঠ। এখন তার পরিমাণ কৃষি জমি ২.২৯। তবে এক্ষেত্রেও শতাংশ না একরে হিসাব তা উল্লেখ করা হয়নি।

মেহেরপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘণের অভিযোগ, প্রতীক বরাদ্দের আগে প্রচারণা ও সভা

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

প্রতীক বরাদ্দের আগেই বিভিন্ন স্থানে নৌকার তোরণ নির্মাণসহ জোরপূর্বক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের নিয়ে নৌকার প্রার্থী ও বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সভা করার অভিযোগ এনেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে দশটায় সরজমিনে যেয়ে দেখা যায় ,মেহেরপুর শহরের বামন পাড়া মোড়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সামনে একাধিক নৌকার তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। একটি তোরণে আবার লাইটিং করা হয়েছে।

মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) সদর এসিল্যান্ডের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ দিয়েছি, তবে কোন ফলাফল হয়নি। আজ বুড়িপোতা ইউনিয়নে ৯ জন

ইউপি চেয়ারম্যান কে নিয়ে একটি দলীয় নির্বাচনী সভা হয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে আওয়ামি লীগ ও জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অহেতুক বিতর্কিত করছে দলে অনুপ্রবেশকারী কিছু অতি উৎসাহী দলীয় কর্মীরা।
‘

জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়ালিউল্লাহ’কে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করার জন্য। নৌকার তোরণ নির্মাণের বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

আজ ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস

আজ ৬ ডিসেম্বর। ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় দিক-বিদিক হারিয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকে গোপনে মেহেরপুর ছাড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক মর্যাদাপুর্ণ মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

২ ডিসেম্বর গাংনী হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিত মুক্তি বাহিনীর এ্যাকশন ক্যা¤◌েপর ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিত ভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করে। সীমান্তে পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা অসংখ্য মাইন অপসারনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরি ভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর। ঐদিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে পড়ে আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে মন প্রফুল্ল হয়।

এদিকে, মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। সকাল ৯টায় মেহেরপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবনে

পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

কাথুলীর গাড়াবাড়ীয়াতে নৌকার প্রার্থী নাজমুল হক সাগরের কর্মী সভা

কাথুলীর গাড়াবাড়ীয়াতে নৌকা মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হক সাগরের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৭ টার সময় কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার নিজ রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মী সভা অনুষ্ঠানে কাথুলী ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭৪ মেহেরপুর
- ২ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রার্থী এ এস এম নাজমুল হক সাগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও সাবেক গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডঃশফিকুল আলম,গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী,কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান রেজা সহ কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ও মহিলা মেম্বার বৃন্দ। আরো উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রতিটি ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ।

আজকের এই কর্মী সভায় ২ নং ওয়ার্ড গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মিজানুর রহমান রানা চেয়ারম্যানের নির্বাচনী কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রান ও সমাজ কল্যান সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা জানান আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রধান মন্ত্রী শেখহাসিনার মনোনীত ও পছন্দের প্রার্থী ডাঃসাগর কে ব্যাপক ভোটে বিজয় লাভ করিয়ে ৭৪ মেহেরপুর ২ গাংনী আসনটি উপহার দিব ইনশাআল্লাহ।

তবে এই নির্বাচনে ভোটারের কাছে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে ভোট সংগ্রহ করার সৈনিক হিসেবে কাজ করতে হবে আপনাদের কে।আপনাদের ভূমিকায় এখানে মূখ্য।

কর্মী সভায় নৌকা মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হক সাগর জানান আপনারা জানেন আমার বাবা সাবেক সংসদ সদস্য নূরুল হক গাংনী আপামর জনগনের জন্য কাজ করে গেছেন সেই সুবাদে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকেও নৌকা প্রতীক দিয়ে আপনাদের কাছে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি নির্বাচিত হলে আপনাদের কাউকে ব্যাক্তিগত ভাবে হয় তো গাড়ি বাড়ি উপহার দিতে পারবো না তবে এই গাংনী উপজেলা হবে বাংলাদেশের অন্যতম স্মার্ট উপজেলা। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে আমরাও অগ্রনি ভূমিকা রাখবো। আপনাদের সুখে দুঃখে পাশে থেকে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। সৃষ্টি কর্তার কাছে আমার চাওয়া পাওয়া কিছু নেই সব দিয়েছেন এখন যদি চান আপনাদের সন্তান এবং ভাই হিসেবে আমাকে ভালোবাসা দিয়ে আপনাদের সেবক হিসেবে সুযোগ করে দিবেন তাহলে এতটুকু বলতে পারি সরকারের সর্বোচ্চ সেবাটুকু প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের দৌড় গোড়া পৌছে দিব। আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা অভ্যাহত রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ করে দিন।

গাংনীতে নাশকতা মামলায় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও চেংগাড়া সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলালকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) ভোররাতের দিকে থানা পুলিশের একটি টিম প্রধান শিক্ষক আল হেলালের গাংনী শহরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য

নিশ্চিত করেছেন। আল হেলাল গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হাজু বিশ্বাসের ছেলে।

ওসি তাজুল ইসলাম জানান,বিশেষ ক্ষমতা আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলা নং ২, তারিখে ২/১২/২৩ এর আসামি প্রধান শিক্ষক আল হেলাল।

আজ মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে প্রধান শিক্ষক আল হেলালকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন। অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার মুক্তি দাবি করেন তিনি।